প্রিয় মোনালিসা এবং ভিঞ্চি

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

কোথায় যেন পড়েছিলাম, অনেকদিন আগে ফরাসি দেশে এক ইতিহাসবিদ ছিলেন, নাম ছিল জুল মিচেলেট (Jules Michelet)। শিল্পের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ অনুরাগ। তিনি লিখেছেন 'এ চিত্রকর্ম আমাকে প্রলোভিত করে, আমাকে ডাকে, জোর করে আমার হৃদয়ের দখল নেয়। আমাকে বিভ্রান্ত করে,আমি জীবন দিয়ে হলেও এর কাছে যেতে চাই'। যে চিত্রকর্ম নিয়ে জুল একথা বলেছেন, সেটি আর কেউ নয় মোনালিসা। লিওনার্দো ভিঞ্চির অমর-কীর্তি। মোনালিসার মতো এত প্রচারণা এত ভালোবাসা বোধহয় আর কখনো কোন নারী পায়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি নিঃসন্দেহে মোনালিসা। রোম থেকে ফ্রান্সে আসার সময় ভিঞ্চি গাধার পিঠে চাপিয়ে যেসব মালপত্র এনেছিলেন তারমধ্যে ছিল তাঁর প্রিয় তিনটি ক্যানভাস তার একটি হলো মোনালিসা। মোনালিসা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ফ্রান্সে 'লা যো কোন্ডে' নামে পরিচিত আর ইতালিতে 'লা জিয়োকোন্ডা' নামে। যার অর্থ আলোকিত হৃদয়ের রমণী। সবার মতো আমারও মনে হয়েছে এটা কোন প্রতিকৃত নয়, পুরোপুরি এক জীবন্ত রমণী, ঠোঁটে এক চিলতে রহস্যময় হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর পরমুহূর্তে মনে হয়েছে হাসি মিলিয়ে গেছে, এক্ষুনি বুঝি বেরিয়ে আসবে ক্যানভাস থেকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি। এক বিভ্রান্তির খেলা। মোনালিসার প্রিন্ট দেখে নাই এমন মানুষ শিক্ষিত সমাজে বিরল। ১৯১১ সালের ২১শে আগস্টের রাতে এই অসাধারণ চিত্রকর্মটি ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়। চোর ছিল একজন ইতালিয়ান,নাম পেরুজ্জিয়া। প্যারিসের পত্রিকাগুলোর শিরোনাম ছিল 'অকল্পনীয়' মোনালিসা চুরি হয়ে গেছে ল্যুভর থেকে'। নিউইয়র্ক টাইমস এর সংবাদ ছিল 'এটা চিন্তা করাও অবাস্তব যে ভিঞ্চির মোনালিসা চুরি হয়ে গেছে।' এর মধ্যে পেরুজ্জিয়া মোনাসিলাকে ফ্লরেন্সে নিয়ে আসে। সেই সময়ের এটি ছিল বিশ্বের আলোড়ন করা ঘটনা। অবশেষে শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার পর মোনালিসাকে উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে কেটে গেছে দুই বছর চার মাস ষোল দিন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখে ল্যুভর আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয় মোনালিসাকে। পেরুজ্জিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার পর বলেছিলেন, তিনি মোনালিসাকে চুরি করেন নাই। ইতালির সম্পদ ইতালিতে ফিরিয়ে এনেছেন মাত্র। ইতালির মানুষের সহানুভূতি পেলেও পেরুজ্জিয়া সাজা এড়াতে পারেনি। তিনি সাত মাসের সাজা ভোগ করেছিলেন।

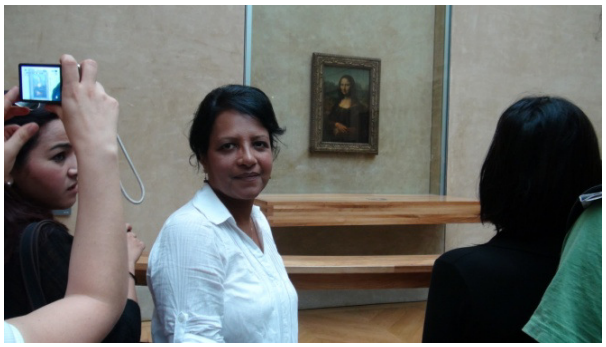

ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' মোনালিসার মতই একই রকম স্মরণীয়। এই দুইটি দেখার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবনিগ্রন্থ "Lives of the Painters" এ জিওরজিও ভাসারি (Giorgio Vasari) লিখেছেন 'মোনালিসাকে দেখে মনে হয় না আঁকা হয়েছে। খুব কাছাকাছি থেকে কেউ যদি তার কণ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হবে যে মোনালিসা বুঝি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে'। ভিঞ্চি শুধু ছবিই আঁকেন নাই, তিনি ছিলেন একাধারে আবিষ্কারক, স্থপতি, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ, তিনি কবিতা লিখেছেন এবং সংগীতও রচনা করেছেন। আরো অনেক বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা তিনি একজন ভবিষ্যতদ্রষ্টা বিজ্ঞানী ছিলেন। অনেকে বলে থাকেন তিনি শিল্পী হিসেবে বড় না বিজ্ঞানী হিসেবে বড় ছিলেন সেই বিষয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে। ভিঞ্চি প্রচুর জিনিষের মডেল তৈরি করে গিয়েছেন যেগুলো সেই সময়ে চিন্তা করা যেতো না। মোনালিসা ছবির এই বাস্তবতা এসেছে সম্ভবত তার বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে।

ভিঞ্চি জন্ম নিয়েছিলেন ইতালির ফ্লরেন্স শহরে। ফ্লরেন্স ছিল তখন পশ্চিমী শিল্পের রাজধানী। আমার ফ্লরেন্স ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অনুভব করেছিলাম এইসব রাস্তা দিয়ে একদিন লিওনার্দো ভিঞ্চিও নিশ্চয় আমার মতো হেঁটেছিলেন। সেই ফ্লরেন্স ছেড়ে ভিঞ্চি কেন শেষ বয়সে আমবোয়াজে এসেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। এখানে এসে তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র চার বছর। ৬৭ বছর বয়সে ১৫১৯ সালের ২রা মে লিওনার্দো ভিঞ্চির মৃত্যু হয়।

ফ্যাশান জগতের তীর্থভূমি ইতালির বিখ্যাত শহর মিলান। এই শহরকে আরো সমৃদ্ধ করেছে ভিঞ্চির আরেকটি অমর সৃষ্টি 'লাস্ট সাপার'। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বেড়াজাল পেরিয়ে যখন 'লাস্ট সাপার' চিত্রকর্মটির সামনে এসে দাঁড়ালাম সত্যিই নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হয়েছিল। মিলানের ডিউক লুদোভিকোর (Ludovico) অনুরোধে 'লাস্ট সাপার' চিত্রকর্মটি ভিঞ্চি ১৪৯০ এর শেষের দিকে ইতালির মিলানে অবস্থিত Convent 'Santa Maria Della Grazie'এর ডাইনিং হলের দেয়ালে এঁকেছিলেন। New Testament এর বর্ণনা অনুযায়ী Jesus তার এক অনুসারী দ্বারা প্রতারিত হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় ১২জন অনুসারী সঙ্গে নিয়ে পানাহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, শীঘ্রই তাঁর একজন অনুসারী তাঁকে প্রতারিত করবে। ভিঞ্চি দৃশ্যত 'লাস্ট সাপার' চিত্রে সেই ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন।

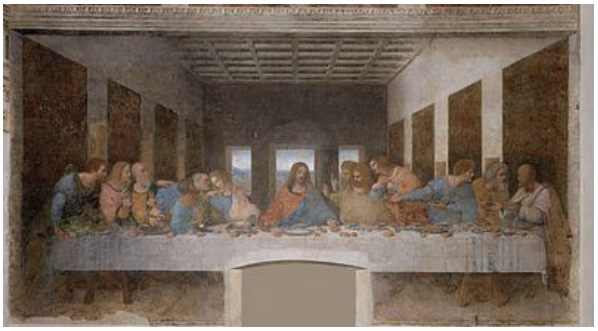

প্যারিস থেকে বেশ দূরে ভিঞ্চির আমবোয়াজ শহর। আমরা বাস থেকে নেমে সবাই হাঁটতে লাগলাম, আশে পাশে অজস্র দোকান। এই শহরে একটি প্রাসাদ আছে, সেই প্রাসাদটি আরো পরিবর্ধন ও সুসজ্জিত করেছিলেন রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া। এই ফ্রাঁসোয়া ইতালি থেকে ভিঞ্চিকে সসম্মানে আমবোয়াজ এ নিয়ে এসেছিলেন। রাজা তাঁর অসম্ভব ভক্ত ছিলেন, শিল্পী যখন মৃত্যুশয্যায় রাজা

শিয়রের পাশে এসে বসেছিলেন। সেই প্রাসাদটি আমরা দেখে যখন বেড়িয়ে আসি, তখন চোখে পড়ল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটি আবক্ষ মুর্তি। সবার অলক্ষে আমার চোখে কেন যেন পানি এসে গেল। তার পাশেই ছিল একটি প্রাচীন গির্জা যেখানে এই মহান শিল্পী চিরদিনের জন্য শায়িত আছেন। আনিস ভাই, অরেলিয়া, জুলু এবং আমি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এই অমর শিল্পীর প্রতি।

ছোটবেলায় যখন স্কুল থেকে বাসায় ফিরতাম সবার মা'র মতো আমার মা'ও ছবি আঁকতে, বই পড়তে বলতেন। মা'র নির্দেশ মেনে চলতাম। বড় হয়ে আবিষ্কার করলাম নিজের অজান্তে কখন যেন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ জন্মে গেছে। কিন্তু ছবি আঁকাটা রপ্ত করতে না পারলেও চিত্রশিল্পের প্রতি ভালবাসা জন্মেছে। অনেক বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবির প্রিন্ট দেখতাম। আর ভাবতাম যদি কোনদিন এসব বিখ্যাত শিল্পীদের মাস্টারপিস দেখতে পারতাম!

আমার ইউরোপ ভ্রমণের সময় মোনে, মানে, রেনোয়া, পিকাসোর আর লিওনার্দো ভিঞ্চির যে মাস্টারপিস দেখে এসেছি সেটা ভাবলে এখনও স্বপ্নের মতো লাগে। ফরাসী দেশই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যাকে শিল্পের মাতৃভূমি বলা হয়। সেই দেশে গিয়েছিলাম এবং ১৫০০শতকের ভিঞ্চির অমর চিত্রশিল্প 'মোনালিসা' দেখেছি ভাবতে গেলে আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় যা শব্দে ধারণ করা সম্ভব না।

লুভর মিউজিয়াম থেকে মোনালিসা দেখে মুগ্ধ হৃদয়ে যখন বাহিরে এসে প্যারিসের আকাশের দিকে তাকাই, সেখানে এক কোমল আলোর বিস্তার এক মায়াময় স্নিগ্ধতা। অনুভব করলাম ভালোলাগার গোটা অনুভূতি জাগ্রত করে 'মোনালিসা'কে আপন অন্তরে ধারণ করতে পারার যে আনন্দ, সে আনন্দ কখনই আমাকে ছেড়ে যাবে না।

লিওনার্দো ভিঞ্চির রচনার কয়েকটি লাইন তখন মনে এলো - 'আলোর দিকে তাকাও, ভোগ করো এর রূপ। চক্ষু বোজো এবং আবার দ্যাখো। প্রথমেই তুমি যা দেখেছিলে তা আর নেই, এর পর তুমি যা দেখবে, তা এখনো হয়ে ওঠেনি'।